বিশ্ব পরিবেশ দিবস এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৩

উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, ৫ জুন ২০১৩, ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন এবং জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৩ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদ্‌যাপনের পাশাপাশি আজ থেকে তিন মাস ব্যাপী বৃক্ষরোপণ অভিযান শুরু হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ‘Think.Eat.Save.' অর্থাৎ ‘‘ভেবে চিন্তে খাই, অপচয় কমাই'' যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বে উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অপচয় হয়। এর ফলে পরিবেশের ওপর বাড়তি চাপ পড়ছে। মানুষের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ, অভ্যাস ও রীতিনীতি পরিবর্তনের মাধ্যমে এ অপচয় কমিয়ে আনা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশে আমরা খাদ্য অপচয় রোধে ব্যবস্থা নিয়েছি। শস্য মাড়াই ও সংরক্ষণে উন্নত প্রযুক্তি ও যান্ত্রিকীকরণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। দেশ এখন খাদ্যে প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ।

আমরা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার করেছি। ফলে নিম্ন আয়ভোগীদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। আমরা পুষ্টি নিশ্চয়তা বিধানেও ব্যবস্থা নিয়েছি। শস্য বহুমুখীকরণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। একটি বাড়ী একটি খামার কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষি পরিবারে পুষ্টির যোগান নিশ্চিত করা হচ্ছে।

জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলার এবারের প্রতিপাদ্য ‘গাছ লাগিয়ে ভরবো এদেশ, তৈরী করবো সুখের পরিবেশ' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। বেঁচে থাকার উপকরণ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও নির্মল পরিবেশ আমরা বৃক্ষ হতে পাই। বৃক্ষ কার্বন ট্র্যাপিংয়ের মাধ্যমে ধরিত্রীকে বাসযোগ্য রাখছে। জলবায়ু পরিবর্তনের  নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা করছে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের কোন ভূমিকা নেই। অথচ আমরাই এর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাবের শিকার হয়েছি। শিল্পোন্নত বিশ্ব শত বছর ধরে লক্ষ লক্ষ কোটি টন কার্বন বায়ুমন্ডলে ছেড়েছে। ফলে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বেড়েছে। এর ফলে বাংলাদেশসহ সমুদ্র উপকূলীয় দেশগুলো ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তের এই নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় উন্নত বিশ্বকে তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণের আহ্বান জানাচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

গত সাড়ে চার বছরে পরিবেশ রক্ষায় আমরা পরিবেশ আদালত আইনসহ নতুন নতুন আইন করেছি। পুরোনো আইনগুলো সংশোধন করে যুগোপযোগী করেছি। আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করেছি।

আমরা আবাসন ব্যবসার নামে ভূমি দস্যুতা বন্ধ করেছি। পাহাড়, নদী, জলাশয়, জলাভূমি, জলজ প্রাণী ও উদ্ভিজ্জ রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, আমদানি, মজুদ ও পরিবহনে আইনের প্রয়োগ জোরদার করেছি। শিল্প-কল-কারখানায় বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপিত হয়েছে।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দূষণমুক্ত উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটা কার্যক্রমের পাশাপাশি বিকল্প নির্মাণ উপকরণের প্রচলনকে উৎসাহিত করছি।

আমরা ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকার ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেছি। এর আওতায় ২০২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি। উপকূলীয় অঞ্চলে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। ভূমির ক্ষয়রোধ হবে। নতুন ভূমি জেগে উঠবে। কৃষি উৎপাদন বাড়বে। দারিদ্র্য দূরীকরণে অবদান রাখবে।

আমরা নদী খনন কার্যক্রমকে জোরদার করেছি। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদীর পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছি। ভূমি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা হয়েছে। হাজারীবাগের ট্যানারী কেরাণীগঞ্জে স্থানান্তরের জন্য এর ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা মহানগরীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে উন্নত করেছি। হাতিরঝিল প্রকল্প ঢাকার পরিবেশগত উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

সুধিমন্ডলী,

দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি পরিকল্পিতভাবে ব্যবহারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের মোট ভূমির শতকরা ২০ ভাগ বনায়নের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। সরকারী বনভূমি, বসতভিটা, পতিত ও প্রান্তিক ভূমি, রাস্তার ধারে, রেললাইন ও বাঁধের ধারে, নতুন জেগে উঠা চরে, খাস জমিতে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমরা ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণের উদ্যোগ নিয়েছি। ২০১২ সালে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে প্রায় ১২ কোটি চারা উৎপাদিত হয়েছে। ২০০৯ এর পূর্বে ৪ কোটিরও কম চারা উৎপাদিত হতো।

আমরা সামাজিক বনায়নকে উৎসাহিত করছি। দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রেও এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। গত সাড়ে চার বছরে প্রায় ২২ হাজার উপকারভোগীর মাঝে আমরা প্রায় ৬৫ কোটি টাকা বিতরণ করেছি।

উপকূলীয় বনায়নের ফলে ১২শ বর্গ কিলোমিটার নতুন এলাকা দেশের মূল ভূ-খন্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

জীবসম্পদ সংরক্ষণে ‘National Bio-safety Framework' প্রণয়ন করেছি। কক্সবাজার, সেন্টমার্টিনস্ দ্বীপ এবং হাকালুকি হাওরসহ সমুদ্র উপকূল ও জলাভূমির জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছি। ৭টি জাতীয় উদ্যান ও ৮টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য সুরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

সুন্দরবনের বাঘ ও ইকোসিস্টেম সংরক্ষণে ভারতের সাথে ১টি চুক্তি ও ১টি প্রটোকল স্বাক্ষর হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আঞ্চলিক সহযোগিতার লক্ষ্যে নেপাল, ভারত ও ভূটানের সাথে Strengthening Regional Co-operation for Wildlife Protection শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

সুধিবৃন্দ,

আমরা পরিবেশ ও বন রক্ষায় নিরলসভাবে কাজ করছি।  আর বিএনপি-জামাত জোট ও হেফাজতে ইসলাম হরতাল-আন্দোলনের নামে বৃক্ষ নিধন করছে। সড়কের দুই পাশের গাছগুলো যানবাহনের কালো ধোঁয়া শোষণ করে জনগণকে বিশুদ্ধ পরিবেশের নিশ্চয়তা দিত। ধর্মান্ধরা ধর্ম রক্ষার নামে সেই গাছগুলো করাতকল দিয়ে কেটে ফেলেছে। পরিবেশ ধ্বংস করেছে। তারা মতিঝিল, পল্টন এলাকার সড়ক দ্বীপের গাছগুলোও কেটে ফেলেছে। প্রকৃতিকে ধ্বংস করার এ অন্যায় দেশের জনগণ কখনই মেনে নেবে না।

বৃক্ষ, বনভূমি এ দেশের মানুষের প্রাণ। গাছ আমাদের বিপদের বন্ধু। দুর্দিনের সাথী। প্রতিটি বিভাগ, জেলা ও উপজেলায় বৃক্ষমেলা চলছে। আসুন এ বৃক্ষমেলা থেকে আমরা গাছের চারা সংগ্রহ করি। এগুলো রোপণ করি। পরিচর্যা নিশ্চিত করি। আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ায় অবদান রাখি।

যাঁরা পরিবেশ পদক ২০১৩, বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১২ এবং বঙ্গবন্ধু এ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন পুরস্কার ২০১৩ অর্জন করেছেন তাঁদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। যারা সামাজিক বনায়নে লভ্যাংশের চেক পাচ্ছেন তাঁদেরকেও অভিনন্দন জানাই।

সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন ও ৩ মাস ব্যাপী জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা ২০১৩ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা  জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।